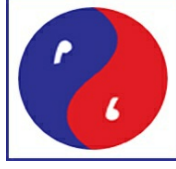


“বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিরাপত্তা
সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার”



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন
(পেট্রোবাংলা)

জাতীয় সম্পদ গ্যাসের
অপচয় রোধ করে
জাতীয় দায়িত্ব পালন
করুন

পেট্রোবাংলার সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২৩ এর আওতায় সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে পেট্রোবাংলার বনানীস্থ হাউজিং কমপ্লেক্সে বসবাসরত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে তাদের আবাসন সংক্রান্ত সুবিধা-অসুবিধা বিষয়ক ২য় স্টেকহোল্ডার (অংশীজন) সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ফারহানা শাওন মহাব্যবস্থাপক (অনুসন্ধান)
সভার তারিখ	২২-০৫-২০২৩ খ্রি.
সভার সময়	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান	সভাকক্ষ, পেট্রোবাংলা
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

১। সভার শুরুতে সভাপতি ও সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক বনানীস্থ আবাসিক প্রকল্পে বসবাসরত উপস্থিত পেট্রোবাংলার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের, সেবা বিভাগের রক্ষণাবেক্ষণ ও এস্টেট শাখা হতে আগত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের, বনানী আবাসিক প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ সেল-এর প্রতিনিধিদের এবং সংস্থার সিটিজেন্স চার্টার পরিবীক্ষণ কমিটির সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত “মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার) প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৭” এবং “পেট্রোবাংলা’র সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার)” এ বর্ণিত বিষয়সমূহ এবং এর প্রেক্ষাপট উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন। এছাড়া, তিনি পেট্রোবাংলা’র সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার)-এ উল্লিখিত “পেট্রোসেন্টার ভবন এবং বনানী আবাসিক প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত সেবা প্রদান” শিরোনামে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন।

২। এ পর্যায়ে সভাকে অবহিত করা হয় যে, বনানীস্থ হাউজিং কমপ্লেক্সে পেট্রোবাংলার সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত ৩টি ভবন রয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত ৩টি ভবন হলো: (১) হাসনাহেনা ভবন (সি-টাইপ) (ব্যবস্থাপক (গ্রেড-৫) ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য নির্ধারিত), (২) রজনীগন্ধা ভবন (পি-৩ টাইপ) (সহকারী ব্যবস্থাপক (গ্রেড-৯) ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য নির্ধারিত, তবে মূল বেতন জাতীয় বেতন স্কেলের গ্রেড-৯ পাওয়া কর্মচারীরাও উক্ত ভবনে ফ্ল্যাট বরাদ্দ পেয়ে থাকেন), (৩) বাগানবিলাস ভবন (পি-৪ টাইপ) (তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য নির্ধারিত)। হাসনাহেনা ভবনে ১০টি ফ্ল্যাট, রজনীগন্ধা ভবনে ২০টি ফ্ল্যাট এবং বাগানবিলাস ভবনে ৪০টি ফ্ল্যাট রয়েছে। পেট্রোবাংলার নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত ভবন তিনটির রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থার সেবা বিভাগ হতে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়ে থাকে।

সভাকে আরো অবহিত করা হয় যে, বনানী হাউজিং কমপ্লেক্সে যৌথ অর্থায়নে (পেট্রোবাংলা, বাংলাদেশ ইম্পাত ও

প্রকৌশল কর্পোরেশন, বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশন, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন, বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন) নির্মিত ৪টি ভবন রয়েছে। উক্ত ৪টি ভবনের প্রতিটিতে ২০টি করে মোট ৮০টি ফ্ল্যাট রয়েছে। ভবন ৪টির রক্ষণাবেক্ষণসহ প্রকল্পের প্রায় ২৭ বিঘা সম্পত্তির যাবতীয় দেখভাল ও নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে “বনানী আবাসিক প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ সেল”। উক্ত রক্ষণাবেক্ষণ সেল-এ নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতনসহ বর্ণিত চারটি ভবনের যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রকল্পের প্রায় ২৭ বিঘা সম্পত্তির যাবতীয় দেখভাল ও নিরাপত্তার জন্য যাবতীয় খরচ প্রতি বছর বর্ণিত ৬টি কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়ে থাকে। যৌথ অর্থায়নে নির্মিত ভবন চারটির মধ্যে মাধবীলতা ভবনে (পি-২ টাইপ) পেট্রোবাংলার জন্য ১৫টি ফ্ল্যাট রয়েছে (শুধুমাত্র কর্মকর্তাদের জন্য নির্ধারিত)। উক্ত ভবনের অপর ৫টি ফ্ল্যাট বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন এর জন্য নির্ধারিত।

সভাকে অবহিত করা হয় যে, বর্ণিত ভবনসমূহ ছাড়াও বনানী হাউজিং কমপ্লেক্সে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন এর নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত দুটি ভবন, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন এর নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত একটি ভবন এবং বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন এর নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত একটি ভবন রয়েছে। উল্লেখ্য, উক্ত প্রকল্পে গত শতাব্দীর আশির দশকে যৌথ অর্থায়নে মোট ৬টি ভবন নির্মাণ করার কথা থাকলেও ৪টি ভবনের বেশি নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে বর্ণিত ৬টি কর্পোরেশন প্রকল্পের অভ্যন্তরের অবশিষ্ট জায়গা প্লট আকারে নিজেদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে নেয়। তন্মধ্যে পেট্রোবাংলা ৪টি প্লট ভাগে পায়। উক্ত ৪টি প্লটের মধ্যে ৩টি প্লটে পেট্রোবাংলা নিজস্ব অর্থায়নে ৩টি ভবন নির্মাণ করেছে। এখনো পেট্রোবাংলার একটি প্লট খালি পড়ে রয়েছে। উক্ত প্লটে ১৫০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ফ্ল্যাট নির্মাণ করা সম্ভব হবে মর্মে সভায় জানানো হয়।

সভাকে অবহিত করা হয় যে, “বনানী আবাসিক প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ সেল” এর সার্বিক কার্যক্রম তদারকি করার জন্য ৬টি কর্পোরেশন হতে একজন করে প্রতিনিধির সমন্বয়ে ৬ সদস্য-বিশিষ্ট একটি তদারকি কমিটি রয়েছে। উক্ত তদারকি কমিটি বনানী হাউজিং কমপ্লেক্সের সার্বিক কার্যক্রমের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করতঃ তা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। উল্লেখ্য, ৬টি কর্পোরেশনের মধ্যে বনানী হাউজিং কমপ্লেক্স-এর মূল কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে রয়েছে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন। “বনানী আবাসিক প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ সেল” বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন এর অধীনে থেকে যাবতীয় কার্যাবলী পরিচালনা করে আসছে। আরো উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন-এর প্রধান কার্যালয়ে প্রতি বছর ৬ কর্পোরেশনের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে বাৎসরিক বাজেট সভা হয়ে থাকে। উক্ত বাজেট সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতিটি কর্পোরেশন আনুপাতিক হারে “বনানী আবাসিক প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ সেল” এ কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও রক্ষণাবেক্ষণ বাজেটে এবং উন্নয়নমূলক বাজেটে অর্থ প্রদান করে থাকে। ৬টি কর্পোরেশনের প্রদানকৃত অর্থ বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন এর ব্যাংক একাউন্টে জমা থাকে। সেখান থেকে প্রয়োজন মতো অর্থ ছাড় করতঃ “বনানী আবাসিক প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ সেল” বনানী হাউজিং কমপ্লেক্সের বিভিন্ন রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে।

৩। এ পর্যায়ে সভাপতি বনানীস্থ আবাসিক প্রকল্পে বসবাসরত উপস্থিত পেট্রোবাংলার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের (স্টেকহোল্ডারগণ)-কে তাদের আবাসন সংক্রান্ত সুবিধা-অসুবিধা বিষয়ে বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। তৎপ্রেক্ষিতে উপস্থিত স্টেকহোল্ডারগণ তাদের বক্তব্য একে একে প্রদান করেন, যা নিম্নরূপ:

(১) সি-টাইপ (হাসনাহেনা) ভবনে বসবাসকারী জনাব মোঃ আব্দুস সালাম, উপ-মহাব্যবস্থাপক (সংস্থাপন) জানান যে, সি-টাইপ ভবনটি নির্মাণের সময় একবার মাত্র রং করা হয়েছে। ভবনটি নির্মাণের প্রায় ৫/৬ বছর অতিক্রান্ত হলেও

এখনো রং করা হয়নি। তাই তিনি ভবনটির ভিতরে ও বাহিরে রং করার জন্য অনুরোধ জানান। এছাড়া, তিনি উক্ত ভবনে বসবাসরত কর্মকর্তাদের নিকট হতে বিদ্যুতের বকেয়া বিল কর্তনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। তিনি আরো জানান যে, সি-টাইপ ভবনের চারিপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না থাকায় মশার উপদ্রব হয়। এছাড়া, বাউন্ডারী ওয়াল উঁচু না থাকায় কোয়ার্টারের বাহিরে বসবাসকারী বাসিন্দারা প্রায়শ ময়লা-আবর্জনা দেয়ালের উপর দিয়ে কোয়ার্টারে ছুড়ে দেয়। তাই ভবনের চারিপাশ নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং বাউন্ডারী ওয়াল উঁচু করাসহ নিয়মিত মশা নাশক স্প্রে ছিটানোর জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

এ বিষয়ে সংস্থার সেবা বিভাগের কেয়ারটেকার জানান যে, সি-টাইপ (হাসনাহেনা) ভবনে বসবাসকারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত ভবনটি রং করে দেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্মাণ ডিপার্টমেন্ট-কে অনুরোধ করা হয়েছে। তিনি আরো জানান যে, সিটি কর্পোরেশন হতে সময়ে সময়ে ফগার মেশিন দিয়ে মশা নাশক স্প্রে ছিটানো হয়, তবে তা ২৭ বিঘা আয়তনের কোয়ার্টারের সর্বত্র সমহারে ছিটানো সব সময় সম্ভব হয় না। তিনি এ বিষয়ে আরো কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ সেল-কে অনুরোধ করেন। এ বিষয়ে রক্ষণাবেক্ষণ সেল-এর সুপারভাইজার জানান যে, সিটি কর্পোরেশনের মশা নিধন কর্মীদের অনুরোধের মাধ্যমে ফগার মেশিন দিয়ে মশা নাশক স্প্রে ছিটানোর জন্য কোয়ার্টারে আনা হয়। তবে সবসময় তাদের পাওয়া যায় না। তাছাড়া, কোয়ার্টারে ফাঁকা জায়গা বেশি থাকায় তারা সর্বত্র স্প্রে করতে চায় না। তবে রক্ষণাবেক্ষণ সেল এ বিষয়ে আরো তৎপর থাকবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। কোয়ার্টারের বাহিরে বসবাসকারী বাসিন্দারা প্রায়শ ময়লা-আবর্জনা ওয়ালের উপর দিয়ে কোয়ার্টারে ছুড়ে মারার বিষয়ে সুপারভাইজার জানান যে, এ বিষয়ে বেশ কয়েকবার কোয়ার্টারের বাহিরে বসবাসকারী বাসিন্দাদের সাথে কথা বলে ময়লা না ফেলার জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু ময়লা ফেলার বিষয়ে তারা বিরত হয়নি মর্মে সুপারভাইজার জানান। সেবা বিভাগের এস্টেট শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান যে, সি-টাইপ (হাসনাহেনা) ভবনে বসবাসকারীদের বৈদ্যুতিক মিটার জনিত সমস্যার কারণে দীর্ঘদিনের বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের পরিমাণ একটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়েছে। বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের বিষয়টি বর্তমানে কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপিত অবস্থায় রয়েছে মর্মে তিনি জানান।

(২) পি-২ টাইপ (মাধবীলতা) ভবনে বসবাসকারী জনাব মোঃ আমিনুর রহমান, ব্যবস্থাপক (হিসাব) জানান যে, পি-২ টাইপ (মাধবীলতা) ভবনের জানালার কাঁচ বেশ পুরানো হওয়ায় জোরে ঝড়/বাতাস হলে তা ভেঙে পড়ে। দীর্ঘদিন ভবনটির ভিতর ও বাহির রং না করার ফলে তা কালো/বিবর্ণ হয়ে গেছে। তাই ভবনের জানালাগুলি থাই এলুমিনিয়াম গ্লাস দিয়ে প্রতিস্থাপন এবং ভবনের ভিতর ও বাহির রং করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। তিনি আরো জানান যে, বনানী হাউজিং কমপ্লেক্স-এর অভ্যন্তরে যে রাস্তা রয়েছে তা ইট বিছানো রাস্তা। উক্ত রাস্তা ৭/৮ বছর পূর্বে আরসিসি ঢালাইয়ের মাধ্যমে পাকা করে মেরামত করার প্রস্তাব ৬টি কর্পোরেশনের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত বাজেট সভায় পাশ হয়। সে সময় পেট্রোবাংলা এ কাজের জন্য প্রায় ৬ লক্ষ টাকা বাংলাদেশ ইম্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি)-কে প্রদান করে। কিন্তু অদ্যাবধি উক্ত রাস্তা মেরামতের কাজ শুরু করা হয়নি এবং কাজ না করায় পেট্রোবাংলার টাকাও ফেরত পাওয়া যায়নি। তাই তিনি অবিলম্বে উক্ত রাস্তা মেরামতের কাজ শুরু করার অনুরোধ জানান, অন্যথায় পেট্রোবাংলার টাকা সুদসমেত ফেরত প্রদানের জন্য দাবী জানান।

এ বিষয়ে “বনানী আবাসিক প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ সেল” এর সহকারী প্রকৌশলী জানান যে, পি-২ টাইপ (মাধবীলতা) ভবনে পেট্রোবাংলার ১৫টি এবং বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)’র ৫টিসহ মোট ২০টি ফ্ল্যাট রয়েছে। প্রকল্পের বিভিন্ন রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নমূলক কাজে পেট্রোবাংলার অংশের অর্থ যথাসময়ে প্রদান করা হলেও অন্যান্য কর্পোরেশন অর্থ প্রদান না করায় বিভিন্ন রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নমূলক কাজ করা সম্ভব হয় না। রাস্তা মেরামত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রাস্তা মেরামতের জন্য শুধুমাত্র পেট্রোবাংলা এবং বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন অর্থ

প্রদান করেছে। কিন্তু অন্যান্য ৪টি কর্পোরেশন অর্থ প্রদান না করায় রাস্তার মেরামতের কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। ভবন রং করা প্রসঙ্গে তিনি জানান, আসন্ন বাজেট মিটিং এ বিষয়টি উত্থাপন করা হবে। ভবনের জানালা থাই এলুমিনিয়াম গ্লাস দিয়ে প্রতিস্থাপনের বিষয়ে তিনি জানান, পেট্রোবাংলা হতে প্রস্তাব ও অর্থ প্রদান করা হলে “বনানী আবাসিক প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ সেল” কর্তৃক এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(৩) পি-৩ টাইপ (রজনীগন্ধা) ভবনে বসবাসকারী জনাব মোঃ আব্দুর রহমান, সহকারী ব্যবস্থাপক (সেবা) জানান যে, বনানী হাউজিং কমপ্লেক্সে ৬টি কর্পোরেশন হতে বরাদ্দ প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী ছাড়াও অবৈধভাবে বসবাসকারী কিছু টিনশেড এর স্থাপনা রয়েছে। উক্ত টিনশেডে রক্ষণাবেক্ষণ সেল এর কর্মচারীরা ছাড়াও বাংলাদেশ ইম্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন-এর একজন গাড়ীচালক ও একজন কাঠমিস্ত্রী দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছে। তিনি আরো জানান যে, রক্ষণাবেক্ষণ সেল এর কর্মচারীরা ৬টি কর্পোরেশন হতে বাড়ী ভাড়া পাওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ অবৈধভাবে ফ্রিতে বসবাস করছে। তাই তিনি উক্ত প্রকল্পে অবৈধভাবে বসবাসকারীদের উচ্ছেদের দাবী জানান।

এ বিষয়ে “বনানী আবাসিক প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ সেল” এর সহকারী প্রকৌশলী জানান যে, বনানী হাউজিং কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরের ফাঁকা জায়গায় বেশ কিছু টিনশেড এর স্থাপনা রয়েছে। উক্ত স্থাপনায় রক্ষণাবেক্ষণ সেলের ইমাম, মোয়াজ্জিন, খাদেম, প্লাম্বার, পাম্প অপারেটর, ইলেকট্রিশিয়ান, সুপারভাইজারসহ বেশকিছু কর্মচারী ৬ কর্পোরেশনের মৌখিক অনুমতি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছেন। তবে রক্ষণাবেক্ষণ সেলের কর্মচারীর বাহিরে বর্তমানে বাংলাদেশ ইম্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের একজন গাড়ীচালক ও একজন কাঠমিস্ত্রী বসবাস করছে। তিনি আরো জানান যে, উক্ত প্রকল্পে ইতোপূর্বে বাংলাদেশ ইম্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের একজন প্লাম্বার এবং পেট্রোবাংলার একজন নিরাপত্তা প্রহরী বসবাস করতেন। বর্ণিত প্লাম্বার ও নিরাপত্তা প্রহরীর বসবাসের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশনদ্বয়কে অবহিত করা হলে স্ব স্ব কর্পোরেশন হতে তাদের উচ্ছেদ করা হয়। বর্তমানে টিনশেড স্থাপনায় বসবাসকারী বাংলাদেশ ইম্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের গাড়ীচালক ও কাঠমিস্ত্রী-কে উচ্ছেদের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশন-কে অনুরোধ করা হয়েছে মর্মে রক্ষণাবেক্ষণ সেলের সহকারী প্রকৌশলী জানান।

(৪) পি-২ টাইপ (মাধবীলতা) ভবনে বসবাসকারী জনাব মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন, উপ-ব্যবস্থাপক (ইঞ্জিনিয়ারিং) জানান যে, বনানী হাউজিং কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে ইট বিছানো মূল রাস্তার সাথে সংযুক্ত পেট্রোবাংলার নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত আরসিসি ঢালাইয়ের মাধ্যমে পাকা সড়কের একটি অংশ নিচু হওয়ায় সামান্য বৃষ্টি হলেই পানি জমে থাকে। তিনি আরো উল্লেখ করেন, পি-২ টাইপ (মাধবীলতা) ভবনের প্রতি ফ্ল্যাটে স্থাপিত পানির মিটার নষ্ট থাকায় সঠিক রিডিং পাওয়া যায় না। উক্ত ভবনের পানি ও বিদ্যুতের মিটার রিডিং “রক্ষণাবেক্ষণ সেল” কর্তৃক গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বেশিরভাগ সময়ে “রক্ষণাবেক্ষণ সেল” এর সংশ্লিষ্ট কর্মচারী মিটার রিডিং নিতে না এসে গড়পড়তা বিল করে থাকে। পরবর্তীতে উক্ত বিল “রক্ষণাবেক্ষণ সেল” হতে সংস্থার সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হলে সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ প্রাপ্ত কর্মকর্তার মাসের বেতন হতে তা কর্তন করা হয়ে থাকে। তাই পানি ও বিদ্যুতের মিটার রিডিং গ্রহণের সময় সংশ্লিষ্ট ফ্ল্যাটের বরাদ্দপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সার্টিফাইড করার পরে তা সেবা বিভাগ কর্তৃক গ্রহণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি অনুরোধ করেন। এছাড়া, “রক্ষণাবেক্ষণ সেল” কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সভায় পেট্রোবাংলার প্রতিনিধি হিসেবে বনানী হাউজিং কমপ্লেক্সে বসবাসরত কর্মকর্তাদের মনোনয়ন প্রদানের জন্য তিনি অনুরোধ করেন। একইসাথে তদারকি কমিটিতে প্রতিটি কর্পোরেশন হতে একজনের পরিবর্তে দুইজন কর্মকর্তাকে প্রতিনিধি হিসেবে মনোনয়ন প্রদানেরও দাবী জানান।

এ বিষয়ে সংস্থার সেবা বিভাগের এস্টেট শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান যে, বনানী হাউজিং কমপ্লেক্সে

পেট্রোবাংলার নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত আরসিসি ঢালাইয়ের মাধ্যমে পাকা সড়কের কাজটি পেট্রোবাংলার নির্মাণ ডিপার্টমেন্ট হতে সম্পন্ন করা হয়েছে, এ বিষয়টি সেবা বিভাগ সংশ্লিষ্ট নয়। পি-২ টাইপ ভবনের পানির মিটার নষ্ট থাকা এবং পানি ও বিদ্যুতের মিটার রিডিং গড়পড়তা নেয়ার বিষয়টি তিনি যাচাই করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে জানান। এছাড়া, রক্ষণাবেক্ষণ সেলের বিভিন্ন সভায় পেট্রোবাংলার প্রতিনিধি হিসেবে কোয়ার্টারে বসবাসরত কর্মকর্তাদের প্রেরণ এবং তদারকি কমিটিতে প্রতিনিধি বৃদ্ধি করার বিষয়টি কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন মর্মে তিনি জানান। তবে সভায় পেট্রোবাংলার নির্মাণ ডিপার্টমেন্টের কেউ না থাকায় রাস্তায় পানি জমে থাকার বিষয়ে বক্তব্য গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

(৫) পি-৩ টাইপ (রজনীগন্ধা) ভবনে বসবাসকারী জনাব মোঃ শহীদুল্লাহ, সহকারী ব্যবস্থাপক (হিসাব) জানান যে, পি-৩ টাইপ (রজনীগন্ধা) ভবনের সুয়ারেজ লাইন নষ্ট থাকায় প্রায় সময়েই পানি নিষ্কাশনে বাধাগ্রস্ত হয়। তাই ভবনের সুয়ারেজ লাইন নতুন করে করার জন্য অনুরোধ করেন। এছাড়া কোয়ার্টারের অভ্যন্তরে রাস্তার দুই পার্শ্বে পর্যাপ্ত সংখ্যক সড়ক বাতি না থাকায় রাতের বেলায় চলাচলে সমস্যা হয়। তাই তিনি এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

এ বিষয়ে সংস্থার সেবা বিভাগের কেয়ারটেকার জানান যে, পি-৩ টাইপ (রজনীগন্ধা) ভবনের সুয়ারেজ লাইনে সমস্যা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে তা মেরামত করে দেয়া হয়। তবে ভবনটি অনেক পুরাতন হওয়ায় ভবনের সম্পূর্ণ সুয়ারেজ লাইন পরিবর্তন করার বিষয়ে মতামত প্রদান করেন। এ বিষয়ে উক্ত ভবনে বসবাসকারীদের নিকট হতে মহাব্যবস্থাপক (সেবা) বরাবর একটি আবেদন দাখিল করার পরামর্শ প্রদান করেন। রক্ষণাবেক্ষণ সেল-এর সুপারভাইজার যথাশীঘ্র কোয়ার্টারের অভ্যন্তরে রাস্তার দুই পার্শ্বে পর্যাপ্ত সংখ্যক সড়ক বাতি লাগানো হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

(৬) পি-৪ টাইপ (বাগানবিলাস) ভবনে বসবাসকারী জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন (মোমিন), কম্পিউটার অপারেটর জানান যে, পি-৪ টাইপ (বাগানবিলাস) ভবনটির ভিতর ও বাহির দীর্ঘদিন রং না করার ফলে ভবনের বাহিরের দেয়ালে শ্যাওলা জমে গেছে। উক্ত ভবনের সুয়ারেজ লাইন নষ্ট থাকায় প্রায় সময়েই পানি নিষ্কাশনে বাধাগ্রস্ত হয়। তিনি আরো জানান যে, সম্প্রতি পি-৩ (রজনীগন্ধা) ভবনটির ভিতর ও বাহির সংস্কারের মাধ্যমে নতুনত্ব আনা হয়েছে। তাই তিনি পি-৩ টাইপ (রজনীগন্ধা) ভবনটির ন্যায় পি-৪ টাইপ (বাগানবিলাস) ভবনটিও সংস্কারের দাবী জানান। এছাড়া, তিনি জানান যে, বনানী হাউজিং কমপ্লেক্স এর আবাসন নীতিমালা হালনাগাদ/যুগোপযোগী করার জন্য বেশ কিছুদিন পূর্বে সংস্থা কর্তৃক গঠিত কমিটি একটি সমন্বয়যোগী খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করে। উক্ত খসড়া নীতিমালাটি পেট্রোবাংলা পরিচালনা বোর্ডে উপস্থাপনের জন্য সেবা বিভাগ-কে বেশ কয়েকবার অনুরোধ করা হয়। এ বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি জানতে চান।

এ বিষয়ে সংস্থার সেবা বিভাগের কেয়ারটেকার জানান যে, পি-৪ টাইপ (বাগানবিলাস) ভবনের সুয়ারেজ লাইনে সমস্যা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে তা মেরামত করে দেয়া হয়। তবে ভবনটি অনেক পুরাতন হওয়ায় ভবনের সম্পূর্ণ সুয়ারেজ লাইন পরিবর্তন করার বিষয়ে মতামত প্রদান করেন। এ বিষয়ে উক্ত ভবনে বসবাসকারীদের নিকট হতে মহাব্যবস্থাপক (সেবা) বরাবর একটি আবেদন দেয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। ভবন সংস্কারের বিষয়ে সংস্থার নির্মাণ ডিপার্টমেন্ট হতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে মর্মে কেয়ারটেকার জানান। তবে সভায় পেট্রোবাংলার নির্মাণ ডিপার্টমেন্টের কেউ না থাকায় পি-৪ টাইপ (বাগানবিলাস) ভবন সংস্কারের বিষয়ে বক্তব্য গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। আবাসন নীতিমালা হালনাগাদ/যুগোপযোগী করার বিষয়ে সেবা বিভাগের এস্টেট শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান যে, বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপিত অবস্থায় রয়েছে।

(৭) পি-৪ টাইপ (বাগানবিলাস) ভবনে বসবাসকারী জনাব মোঃ সিরাজ-উদ-দৌলা, অফিস সহায়ক জানান যে, পি-৪ টাইপ (বাগানবিলাস) ভবনের পাশে বনানী হাউজিং কমপ্লেক্স-এর জায়গায় কয়েক বছর পূর্বে ওয়াসা হতে একটি পানির পাম্প স্থাপন করা হয়। পানির পাম্প স্থাপনের সময় কথা ছিল কোয়ার্টারের ভবনসমূহে আলাদা পানির লাইন করে উক্ত পাম্প হতে সরাসরি পানি সরবরাহ করা হবে। কিন্তু অদ্যাবধি উক্ত পাম্প হতে কোয়ার্টারের কোন ভবনে পানি সরবরাহ করা হয়নি। তিনি এর কারণ জানতে চান। এছাড়া, তিনি উক্ত পানির পাম্প হতে বিশুদ্ধ খাবার পানি সংগ্রহের লক্ষ্যে একটি পানির ট্যাপ পি-৪ টাইপ ভবনের দিকে এমনভাবে স্থাপনের অনুরোধ জানান, যাতে করে পি-৪ টাইপ ভবন হতে বিশুদ্ধ খাবার পানি সংগ্রহ করা যায়।

এ বিষয়ে “বনানী আবাসিক প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ সেল” এর সহকারী প্রকৌশলী জানান যে, বনানী হাউজিং কমপ্লেক্স-এর জায়গায় পানির পাম্প স্থাপনের সময় ঢাকা ওয়াসার সাথে কথা হয়েছিল যে, কোয়ার্টারের ভবনগুলিতে স্বতন্ত্র পানির লাইন স্থাপন করে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সে লক্ষ্যে সে সময় রক্ষণাবেক্ষণ সেল হতে একটি প্রাক্কলন করে দেখা যায় যে, পানির পাম্প হতে ভবনসমূহে পানির পাইপ সংযোজন বাবদ প্রায় ১.৫০ লক্ষ টাকা (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) মাত্র খরচ হবে। বর্ণিত অর্থ আনুপাতিক হারে ৬টি কর্পোরেশনকে প্রদানের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ সেল হতে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু একমাত্র পেট্রোবাংলা ছাড়া অন্য কোন কর্পোরেশন এ খাতে কোন অর্থ প্রদান করে নাই। তাই এ বিষয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় নাই মর্মে তিনি জানান। বিশুদ্ধ খাবার পানি সংগ্রহের লক্ষ্যে পি-৪ টাইপ ভবনের দিকে পানির পাম্প সংলগ্ন পানির ট্যাপ স্থাপনের বিষয়ে তিনি কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করবেন বলে রক্ষণাবেক্ষণ সেলের সহকারী প্রকৌশলী জানান।

৪। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

(ক) বনানী হাউজিং কমপ্লেক্সে ৬টি কর্পোরেশন হতে বরাদ্দ প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী ছাড়াও অবৈধভাবে বসবাসকারী কিছু টিনশেড এর স্থাপনা রয়েছে। উক্ত টিনশেডে অবৈধভাবে বসবাসকারীদের উচ্ছেদের বিষয়ে সংস্থার সেবা বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা/উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

(খ) বনানী হাউজিং কমপ্লেক্স-এর অভ্যন্তরে ইট বিছানো রাস্তা আরসিসি ঢালাইয়ের মাধ্যমে পাকা করে মেরামতের কাজ শুরু করার বিষয়ে সংস্থার সেবা বিভাগ হতে বাংলাদেশ ইম্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি) ও রক্ষণাবেক্ষণ সেল-কে পত্র মারফত অনুরোধ করবে।

(গ) পি-২ টাইপ (মাধবীলতা) ভবনের ভিতর ও বাহির রং করার বিষয়ে সংস্থার সেবা বিভাগ হতে রক্ষণাবেক্ষণ সেল-কে পত্র মারফত অনুরোধ করবে।

(ঘ) রাতের বেলায় নির্ভিয়ে কোয়ার্টারের অভ্যন্তরে চলাচলের সুবিধার্থে রাস্তার দুই পার্শ্বে পর্যাপ্ত সংখ্যক সড়ক বাতি স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংস্থার সেবা বিভাগ হতে রক্ষণাবেক্ষণ সেল-কে পত্র মারফত অনুরোধ করবে।

(ঙ) পানির পাম্প সংলগ্ন পি-৪ টাইপ (বাগানবিলাস) ভবনের ভিতর থেকে যাতে বিশুদ্ধ খাবার পানি সংগ্রহ করা যায় সে লক্ষ্যে সুবিধামতো স্থানে একটি পানির ট্যাপ স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংস্থার সেবা বিভাগ হতে

রক্ষণাবেক্ষণ সেল-কে পত্র মারফত অনুরোধ করবে।

(চ) কোয়ার্টারের অভ্যন্তরে সকল জায়গায় সিটি কর্পোরেশন হতে যাতে নিয়মিত ফগার মেশিন দিয়ে মশা নাশক স্প্রে ছিটানো হয় এবং ছোট-খাট ঝোপ-ঝাড় নিয়মিত কর্তনের মাধ্যমে যাতে কোয়ার্টারের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা যায় সে বিষয়ে সংস্থার সেবা বিভাগ ও রক্ষণাবেক্ষণ সেল সমন্বিত ব্যবস্থা/উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

(ছ) পি-২ টাইপ (মাধবীলতা) ভবনের জানালার কাঁচ বেশ পুরানো হওয়ায় জোরে ঝড়/বাতাস হলে তা ভেঙে পড়ে। তাই ভবনের জানালাগুলি থাই এলুমিনিয়ামের গ্লাস দিয়ে প্রতিস্থাপন করার বিষয়ে সংস্থার সেবা বিভাগ ও নির্মাণ ডিপার্টমেন্ট সমন্বিত ব্যবস্থা/উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

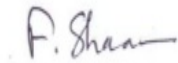
(জ) পি-৩ টাইপ (রজনীগন্ধা) এবং পি-৪ টাইপ (বাগানবিলাস) ভবনের সুয়ারেজ লাইন দীর্ঘদিনের পুরানো হওয়ায় প্রায় সময়েই পানি নিষ্কাশনে বাধাগ্রস্ত হয়, বিধায় সুয়ারেজ লাইন পরিবর্তনের বিষয়ে সংস্থার সেবা বিভাগ ও নির্মাণ ডিপার্টমেন্ট সমন্বিত ব্যবস্থা/উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

(ঝ) সম্প্রতি পি-৩ টাইপ (রজনীগন্ধা) ভবনটির ভিতর ও বাহির সংস্কারের মাধ্যমে যেভাবে নতুনত্ব আনা হয়েছে, সেভাবে পি-৪ টাইপ (বাগানবিলাস) ভবনটিও সংস্কারের মাধ্যমে নতুনত্ব আনার বিষয়ে সংস্থার সেবা বিভাগ ও নির্মাণ ডিপার্টমেন্ট সমন্বিত ব্যবস্থা/উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

(ঞ) পি-২ টাইপ (মাধবীলতা) ভবনের প্রতিটি ফ্ল্যাটে পানির মিটার নষ্ট থাকা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সেল কর্তৃক পানি ও বিদ্যুতের মিটার রিডিং গড়পড়তা নেয়ার বিষয়টি সেবা বিভাগের এস্টেট শাখা হতে প্রতিমাসে সরেজমিনে যাচাই করতঃ বিল পরিশোধের পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(ট) কোয়ার্টারের সার্বিক পরিবেশের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সংস্থার সেবা বিভাগ প্রতি তিন মাস অন্তর তদারকি কমিটি (ছয় কর্পোরেশনের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত কমিটি) ও রক্ষণাবেক্ষণ সেল এর সঙ্গে সভা আয়োজন করবে।

৫। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



ফারহানা শাওন

মহাব্যবস্থাপক (অনুসন্ধান)

স্মারক নম্বর: ২৮.০২.০০০০.০২৬.৫৮.০০১.২২.১৯৮

তারিখ: ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

০৬ জুন ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)
- ২) পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)
- ৩) মহাব্যবস্থাপক (সেবা), বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)

- ৪) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সাধারণ সেবা ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)
- ৫) উপ-মহাব্যবস্থাপক (ভিজিলেন্স), বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)
- ৬) উপ-মহাব্যবস্থাপক, পরিবহন, গৃহ-রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)
- ৭) উপ-মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)
- ৮) ব্যবস্থাপক, ভিজিলেন্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)
- ৯) ব্যবস্থাপক (ডেস্ক), অনুসন্ধান বিভাগ, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)
- ১০) ব্যবস্থাপক, এনভায়রনমেন্ট এন্ড সেইফটি বিভাগ, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)
- ১১) সহকারী ব্যবস্থাপক, তহবিল ও বীমা শাখা, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)

F. Shan

ফারহানা শাওন

মহাব্যবস্থাপক (অনুসন্ধান)